দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JUL. 8 - 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

শিক্ষার জন্য সর্বোচ্চ বাজেট কিন্তু শিক্ষা কোথায়?

১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয়েছে শিক্ষাখাতে। এর উদ্দেশ্য হলো জাতিকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা। কেননা শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু বাস্তব অবস্থা কি? দেশের অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার নামে চলছে এক নৈরাজ্য। পত্রিকান্তরে প্রকাশ মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে দেয়া সরকারের পুরো অর্থই অপচয় হচ্ছে। আবার বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নেই কোন জবাবদিহিতা। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং কমিটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান লক্ষ্য রাখার চেয়ে অধিক সময় ব্যস্ত থাকেন অন্য কাজে। তাছাড়া দেশে রয়েছে অসংখ্য নামসর্বস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেগুলোর শিক্ষক সংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যার অনুপাত অনুসন্ধান করা দরকার। এ প্রতিষ্ঠানগুলো আবার নিয়মিত অডিট হয়, কিভাবে এরা অডিটে পার পেয়ে যায় তাও ভাববার বিষয়। অবস্থাদৃষ্টে অনুমিত হয় যে এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবলীলাক্রমে ঠকিয়ে যাচ্ছেন সরকারকে। শিক্ষাকে গণমুখী করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়ে দেশে স্থাপন করা হয়েছে অসংখ্য রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্যাটেলাইট/কমিউনিটি বিদ্যালয়, এবতেদায়ী মাদ্রাসা ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোর শিক্ষা ব্যবস্থা বড়ই করুন। নিয়মিতভাবে এ প্রতিষ্ঠানগুলো খোলা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে খেয়াল রাখার কেউ আছে বলে অনুমিত হয় না। পক্ষান্তরে এনজিওগুলোর প্রচেষ্টায় পরিচালিত এ ধরনের শিক্ষার মান অনেক উন্নত। আর পরীক্ষা পদ্ধতির কথা নাই বা বললাম। যে পরীক্ষা জাতিকে মেধাশূন্য করছে তার পেছনে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ রাখার দরকারই বা কি? যে দেশের জনগণের নুন আনতে পান্তা ফুরায় সেই দেশের জনগণের করের অর্থ এভাবে ব্যয় করা কতটা যুক্তিসঙ্গত তা ভেবে দেখা দরকার। কঠোর নিয়মনীতি প্রণয়ন করে শিক্ষা ক্ষেত্রের এহেন দুরবস্থা দূরীভূত করা হোক। এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

মোঃ আবদুস সাত্তার খান
গোডাইন রোড, গাইবান্ধা।

৪